আজকের কাগজ

তারিখ ... 22 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

বাবাকে অসহ্য শোক বিহ্বলতায় বোবা হয়েও প্রাণ ধারণ করতে হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ অভিভাবককে বুকে প্রায় পাথর বেঁধে নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে এ সন্ত্রাসের অগ্নীকাণ্ডে পাঠাতে হচ্ছে অসহায়ের মত। এর চেয়ে অকল্পনীয় পরিস্থিতি আর কি হতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক বৃন্দ থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকসহ দেশের আপামর জনসাধারণ করুণ এই বিয়োগান্ত নাটকের নিরব দর্শকে পরিণতও হয়েছে মাত্র। তাদের কারো কিছু করার নেই।

কেউ কেউ হয়তো এই অবস্থায় এমন এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্যে ছাত্র সমাজকেই দায়ী করছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেশের বর্তমান সন্ত্রাসী রণাঙ্গনের প্রধান যোদ্ধা হিসাবে ছাত্র সমাজকে দেখানো হলেও তারা আসলে অদৃশ্য পরিচালকদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সন্ত্রাসের মূল চাবিকাঠি মোটেই যে ছাত্রদের হাতে নয় এ কথা সাধারণ লোকদের অনেকেই হয়তো জানেন না বা বুঝেন না। আধুনিক যে সব উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র ছাত্রদের পক্ষে কোনভাবেই সহজে সংগ্রহ করতে পারার কথা নয় সে সব মূল্যবান মারণাস্ত্রসমূহ অঢেল পরিমাণে কিভাবে কিছু সংখ্যক ছাত্রের হাতে অহরহ পৌঁছে যাচ্ছে সে বিষয়টা চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে সারা দেশে বর্তমান চলমান সন্ত্রাসী তৎপরতা মূল হোতা বা নায়ক কখনও ছাত্ররা হতে পারে না। ছাত্রদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে অন্যরাই ফায়দা লুটছে মাত্র এবং তার জন্যে ঐ স্বার্থবাদী চক্র আজ দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাসের বেদী মূলে বলি দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। নিজেদের হীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থে তারা এ জঘন্য কাজ বছরের পর বছর ধরে করে চলেছে। এক কথায় শিক্ষাঙ্গনসহ দেশের সমগ্র সন্ত্রাসী তৎপরতার পেছনে রয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল ও গণ বিরোধী রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্বার্থ।

বর্তমানে দেশে গণমুখী ও দেশাত্মবোধক রাজনীতির ক্ষীণতম স্রোত রেখাও কোন দিকে অবশিষ্ট নেই বললে ভুল হবে। কিন্তু প্রবল দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়ার স্বার্থবাহী রাজনীতির এক চেটিয়া আধিপত্যের মুখে দুর্বল প্রগতিশীল রাজনীতি মোটেই সংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারছে না। তাছাড়া প্রগতি পন্থী রাজনীতির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বা ভুল ভ্রান্তিও যথেষ্ট। সর্বোপরি তাদের আন্তর্জাতিক বিপর্যয় জনিত অসুবিধাও কম নয়। কিন্তু এ কথা সত্য যে দেশের বর্তমান শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই ফসল। অন্য কথায় প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি এর সৃষ্টা, ধারক ও বাহক। প্রগতিশীল রাজনীতির শক্তি বৃদ্ধি করেই কেবল এই অভিশাপ দূর করা সম্ভব। কাজেই গণমুখী বামপন্থী বা প্রগতিশীল রাজনীতির বিপুল শক্তি বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গন বা গোটা দেশকে সন্ত্রাস মুক্ত করা যাবে না। কাজেই সন্ত্রাসের জন্যে কেবল আক্ষেপ বা দুঃখ না করে সচেতন সব মানুষকে আজ দুষ্ট প্রতিক্রিয়া বিরোধী দেশাত্মবোধক গণমুখী রাজনীতি সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস যে আজ ভয়াবহ এক শিক্ষা বিনাশী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো মনে রাখা দরকার যে সন্ত্রাস ছাড়াও সরকারি (স্বাধীনতা উত্তর প্রায় বেশির ভাগ সরকারের আমলেই একই ধরনের শিক্ষানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে) শিক্ষানীতি প্রকৃত শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত ৭৫ সালের পর থেকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পাকিস্তানী আমলের সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, বাঙালি জাতিয়তাবাদী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরোধিতাসহ গণতান্ত্রিক শিক্ষা বিরোধী অসংখ্যক উপাদান ঢুকিয়ে শিক্ষাকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলা হয়েছে। এর পাশাপাশি আবার মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সব চেতনা ধ্বংস করে ফেলারও আয়োজন পরিপূর্ণ করা হয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বা নীতিতে। এমন এক অবস্থায় আজ আমাদের শিক্ষাঙ্গনে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাকে একেবারে স্বাভাবিক বলতে হবে ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ২৪ বছরেও মামুলি সংখ্যাতাত্ত্বিক অগ্রগতিও সাধিত হয়নি। সাক্ষর জনসংখ্যার হার (অর্থাৎ যারা কোন রকমে নিজের নাম দস্তখত করতে জানে তাদের সংখ্যা) এখনও ৩০/৩৫ এর সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ তৃতীয় বিশ্বে অন্তর্ভুক্ত অনেক দেশই এর চেয়ে অনেক অনেক কম সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বিগত স্বৈরাচারী সরকারের আমল থেকেই মেয়েদের জন্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ দানের কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হচ্ছে এবং এখনও সে নীতি অব্যাহতভাবে চলছে। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর বিশেষ কোন প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। এদিকে বর্তমান সরকার শিক্ষার জন্যে খাদ্য নামক এক নতুন ব্যবস্থা চালু করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে যাওয়া মিসেস হিলারী ক্লিনটনও এই কর্মসূচীকে এক অন্যান্য উদ্যোগ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ বাস্তব পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক কোন কোন প্রতিবেদনে জানা যায় এই কর্মসূচীর লক্ষণীয় কোন সাফল্য দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ এটা এখনও প্রচারণা সর্বস্ব একটি ব্যাপার হয়ে রয়েছে।

আমাদের ধারণা এই যে সরকার এই কর্মসূচীর ব্যাপারে আন্তরিক হলেও বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সর্বত্র দুর্নীতিময় এক পরিবেশে এই কর্মসূচী সফল হওয়ার আশা নেই। অর্থাৎ যে কারণে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এখন প্রায় অবধারিত হয়ে উঠেছে সেরূপ শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচী কোন ব্যবস্থাও কার্যকর হতে পারে না। যে দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লুটেরা মহা কোটিপতি জন্মদানের জন্যে ক্রমাগত বেশি হারে জনগণকে দারিদ্র্য সীমার নিচে ঠেলে দেয়া হয়, সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থবাজদের ক্ষমতা বিস্তারের লক্ষ্যে অগণিত মস্তান পোষা হয়, যেখানে ছাত্রদের হাতে বই পুস্তক বা শিক্ষা সরঞ্জামের বদলে সহপাঠিদের বুকে চালাবার জন্যে আধুনিক মরণাস্ত্র তুলে দেয়া হয় সেখানে শিক্ষার অগ্রগতি চিন্তা সম্পূর্ণ বাতুলতা মাত্র। কারণ যারা এই সব কাজ করে তাদের কাছে শিক্ষার অগ্রগতির কোন প্রয়োজন নেই, মূল্য নেই।

বিনোদ দাশগুপ্ত : প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক।